আবার দেশি-বিদেশি অপশক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে – মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন

মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ৭১ এর পরাজিত অপশক্তিরা বঙ্গবন্ধুকে স্বপরিবারে হত্যা করেছিল। ২০০৪ সালের ২১ আগষ্ট জাতী হারাতে বসেছিল জাতির আরেক বীর সন্তান বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনাকে। সেই পরাজিত শক্তি শেখ হাসিনাকে হত্যা করে এদেশের উন্নয়ন, অগ্রযাত্রা এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব হত্যা করতে চেয়েছিল।

রবিবার (২১ আগস্ট) বিকেলে গাংনী উপজেলার বামন্দী হাইস্কুল মাঠে গ্রেনেড হামলা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত বিশাল জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন এমপি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন।

আবার দেশি-বিদেশি অপশক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে বলে মন্তব্য করে সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন বলেন, ২০০৪ সালের ২১ আগষ্ট ভয়াল গ্রেনেড হামলায় শেখ হাসিনা প্রাণে বেঁচে গেলেও আইভি রহমানসহ দলের ২৪ জন নেতাকর্মী প্রাণ হারিয়েছেন। এখনও ৪০০ শতাধিক নেতাকর্মী পঙ্গু হয়ে এখনো দু:সহ জীবন যাপন করছেন।

সেই লেলিহান শিখা এখনো বাংলার ঘরে ঘরে দাউ দাউ করে জ্বলছে। ঠিক সেই সময় স্বাধীনতা বিরোধী অপশক্তি ঘাতক চক্র ষড়যন্ত্র করছে। আবারো গ্রাম গঞ্জের প্রতিটি রাস্তা-ঘাট রক্তাক্ত করার পায়তারা করছে তারা। তারা ঘোনায় ঘোনায় মিটিং করছে, আস্ফালন দেখিয়ে হুংকার দিচ্ছেন। তাই আওয়ামীলীগের নেতা কর্মীদের আর বসে থাকার সময় নেই। দ্বিধা দ্বদন্দ্ব ভুলে সবাইকে একত্রি হয়ে তাদের আস্ফালন থামিয়ে দিতে হবে।আওয়ামীলীগের নেতা কর্মীরা এক হলে তারা বাংলাদেশেরেএক ইঞ্চি মাটিও দখল নিতে পারবেনা।

তিনি বলেন, আগামী নির্বাচনে আওয়ামীলীগের নেতৃত্বে এই দেশ আবার সরকার গঠণ হবে। শেখ হাসিনাই দেশের প্রধান মন্ত্রী হবেন। শেখ হাসিনার নেতৃত্বেই দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

বামন্দী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগ আয়োজিত এই জন সভায় সভাপতিত্বে করেন

বামন্দী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি ও সাবেক ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম বিশ্বাস।

বামন্দী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বামন্দী ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ওবায়দুর রহমান কমলের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোখলেছুর রহমান মুকুল, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগাঠনিক সম্পাদক মনিরুজ্জামান মাষ্টার, আওয়ামী লীগের বিশিষ্ট নেতা মনিরুজ্জামান আতুসহ আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

পরে গ্রেনেড হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে একটি বিরাট বিক্ষোভ মিছিল বামন্দী শহরের বিভিন্ন পথ ঘুরে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

মেহেরপুরে জেলা আওয়ামীলীগের আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠান

২১ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে বিএনপি জামায়াতের বর্বরোচিত গ্রেনেড হামলায় নিহত সকল বীর শহীদদের স্মরণে মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

আজ রবিবার বিকেল ৪ টার দিকে মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমীর মিলনায়তনে এ আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ভার্চুয়ালি আলোচনা সভার সভাপতিত্ব করেন জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক ফরহাদ হোসেন।

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এম.এ খালেক, মেহেরপুর-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মকবুল হোসেন, জেলা আওয়ামীলীগের সহ-সভাপতি অ্যাড. মিয়াজান আলী, সহ-সভাপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, সহ-সভাপতি অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. ইব্রাহিম শাহীন, আইন বিষয়ক সম্পাদক পি.পি পল্লব ভট্টাচার্য,দপ্তর সম্পাদক মকলেসুর রহমান

খোকন, জেলা মহিলা লীগের সভাপতি শামীম আরা হিরা, উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মোমিনুল ইসলাম মোমিন, পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি ইকবাল হোসেন বুলবুল প্রমুখ।

এছাড়াও জেলা কৃষক লীগের সভাপতি মাহাবুব উল আলম শান্তি, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক আহ্বায়ক আরিফুল এনাম বকুল,জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক সরফরাজ হোসেন মৃদুল, আমঝুপি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি মতিউর রহমান, গাংনী উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক সফিক কামাল পলাশ বক্তব্য রাখেন। এসময় আওয়ামীলীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ, মহিলা লীগসহ অন্যান্য ইউনিটের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

পরে ২১ আগস্ট বিএনপি জামায়াতের বর্বরোচিত গ্রেনেড হামলায় নিহত সকল বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে দেশের ৬৩ জেলায় সিরিজ বোমা হামলার প্রতিবাদের দেশব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগ এবং সহযোগী সংগঠনসমূহ।

বুধবার বিকেল সাড়ে ৫ টার দিকে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম.এ খালেকের নেতৃত্বে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। বিক্ষোভ মিছিলটি শহীদ সামসুজ্জোহা পার্ক থেকে শুরু করে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে শেষ হয়ে সেখানেই একটি প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

বিক্ষোভ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও পিরোজপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট

ইব্রাহিম শাহিন, জেলা আওয়ামী লীগের আইন বিষয়ক সম্পাদক পি.পি.পল্লব ভট্টাচার্য, জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি শামীম আরা হীরা, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি ইকবাল হোসেন বুলবুল, সাধারণ সম্পাদক খ ম ইমতিয়াজ বিন হারুন জুয়েল, মেহেরপুর সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোমিনুল ইসলাম, জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক সরফরাজ হোসেন মৃদুল, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি আরিফুল এনাম বকুল, বুড়িপোতা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি শাহজামাল প্রমুখ।

এছাড়াও আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, যুব মহিলা লীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, শ্রমিকলীগ,কৃষকলীগ, ছাত্রলীগ সহ অসংখ্য নেতাকর্মীবৃন্দ বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশে অংশগ্রহণ করে।

বিনা চিকিৎসায় কোনো অসহায় মানুষ মরবেনা —এমপি খোকন

মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন বলেছেন, সরকার অসহায় দরিদ্র মানুষের কল্যাণে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এদেশে পয়সার অভাবে বিনা চিকিৎসায় কোনো অসহায় মানুষ মরবেনা।

ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্টোকে প্যারালাইজড, থ্যালাসেমিয়া ও জন্মগত হৃদরোগ আক্রান্ত ৩১ জন ভুক্তভোগী রোগীদের মাঝে এককালীন সরকারি অনুদানের চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

আজ বুধবার (১৭ আগষ্ট) সকাল ১১ টার দিকে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সম্মেলন কক্ষে আনুষ্ঠানিক ভাবে এ চেক বিতরণ করা হয়।

গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাজমুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এম এ খালেক।

অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, গাংনী উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা আরশাদ আলী, গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাংগাঠনিক সম্পাদক মনিরুজ্জামান মাষ্টার, আওয়ামীলীগের বিশিষ্ট নেতা মনিরুজ্জামান আতু, আওয়ামীলীগ নেতা রেজাউল হক মাষ্টার, সাবেক ছাত্রনেতা আনিসুজ্জামান লুইচসহ সরকারী বিভন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ।

গাংনী উপজেলার বিভিন্ন এলাকার ৩১ জন রোগীকে সমাজসেবা অধিদপ্তর এর সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর আওতায় সাড়ে ১৫ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়েছে।

হরিণাকুণ্ডুতে শ্রদ্ধায় স্মরণে জাতীয় শোক দিবস

প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ, আলোচনা সভা, শোক র্যালী, দু’আ মাহফিলসহ নানা আয়োজনে ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে পালিত হয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস।

সোমবার সকালে উপজেলা পরিষদ চত্তরে জাতির পিতার ম্যুরালে উপজলা পরিষদ, প্রশাসন, বীর মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দ, আওয়ামী লীগ, পৌরসভা, বাংলাদেশ পুলিশ, প্রেস ক্লাব, ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগসহ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে পুস্পস্তবক অর্পণ করেন।

সকাল ১০টায় উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইউএনও সুস্মিতা সাহার সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর হোসাইন। এ সময় সহকারী কমিশনার (ভূমি) তানভীর হোসেন, পৌরসভার মেয়র ফারুক হোসেন, ওসি সাইফুল ইসলাম, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আফজাল হোসেন, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি খাইরুল ইসলাম, ইউপি চেয়ারম্যান কামাল হোসেন, শরাফত দৌলা ঝন্টু, প্রেস ক্লাব সভাপতি সাইফুজ্জামান তাজু, স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহবায়ক

ফিরোজ সালাউদ্দিন, যুগ্ম আহবায়ক রাফেদুল হক সুমন, ছাত্রলীগের যুগ্ম আহবায়ক রুবেল রানা, শিক্ষার্থী সাকিব মোহাম্মদ শোয়েব প্রমূখ বক্তব্য দেন।

এ ছাড়াও এই উপলক্ষে উপজেলা আওয়ামী লীগ পুস্পস্তবক অর্পণ, আলোচনা সভা ও দু’আর মাহফিল করে। এসব অনুষ্ঠানে উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি মশিউর রহমান জোয়ার্দার ও সাধারণ সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলামসহ দলীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সকাল ১১টায় ছাত্রলীগের যুগ্ম আহবায়ক রুবেল রানার নেতৃত্বে শোক র্যালী, ইসলামী ফাউন্ডশনের আয়োজনে আলোচনা সভা, দু’আ মাহফিল, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উদ্যোগে যুবক- যুবতীদের মাঝে যুব ঋণের চেক বিতরণসহ উপজেলার প্রতিটি গ্রামে গণভোজের আয়োজন করে আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন সহযোগি সংগঠন।

গাংনীতে বিএনপি – ছাত্রলীগ হামলা পাল্টা হামলায় শহর রণক্ষেত্র

গাংনী উপজেলা বিএনপি ও ছাত্রলীগের মধ্যে হামলা পাল্টা হামলার ঘটনায় উপজেলা শহর এখন রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।
বিএনপির অফিসে ব্যাপক ভাংচুর। পুলিশ মোতায়েন।

বেলা ১২ টার দিকে উপজেলা ও পৌর বিএনপি অফিসে বিএনপির কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসেবে বৈঠক চলছিল। এসময় ছাত্রলীগের একটি মিছিল গাংনী সরকারী ডিগ্রী কলেজ থেকে শুরু হয়ে এসে বিএনপি অফিসে হামলা চালায়।

এসময় বিএনপি অফিস থেকে এ হামলার প্রতিরোধ গড়ে তুলতে দেশীয় তৈরী অস্ত্র ও লাঠি শোঠা নিয়ে ছাত্রলীগের উপর প্রতিরোধ করে। এসময়

ছাত্রলীগের নেতা কর্র্মীরা দিকবিদিক ছুটে পালিয়ে যায়।

এসময় গাংনী থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে পুলিশের একটি বিরাট ইউনিট উপজেলা শহরে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেন। পরে ছাত্রলীগগের নেতা কর্মীরা আবারো জড় হয়ে এসে বিএনপি অফিসে ব্যাপক হামলা চালায়। বিএনপির অফিসের সাইনবোর্ড ছিড়ে ফেলে। পরে বিরাট বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়। বর্তমানে গাংনী উপজেলা শহর রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

বিস্তারিত আসছে—-

গাংনীতে জাতীয় শোক দিবস পালনে প্রস্তুতি সভা

মেহেরপুরের গাংনীতে জাতীয় শোক দিবস উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা করেছে উপজেলা আওয়ামী লীগ।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে গাংনী উপজেলা অডিটোরিয়ামে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মকলেছুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন মেহেরপুর-২ গাংনী আসনের সংসদ সদস্য ও উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি সাহিদুজামান খোকন।

গাংনী উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন, আওয়ামী লীগ নেতা গোলাম মোস্তফা ও মনিরুজ্জামান মনিসহ আওয়ামী লীগের বিভিন্ন ইউনিটের নেতৃবৃন্দ ও জনপ্রতিনিধি বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালনের লক্ষ্যে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন, শোক র্যালী, মিলাদ মাহফিল ও কাঙালী ভোজ বিতরণ করা হবে।

শেখ কামালের গুন গুলোকে তরুণ সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন দোদুল এমপি বলেন, শহীদ শেখ কামালের গুন গুলোকে তরুণ সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। দেশ প্রেম, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শ নিয়ে মানুষ ও দেশের সেবায় নিজেদের আত্মনিয়োগ করতে হবে।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের ৭৩তম জন্মবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী।

জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে সকাল ১০ টার আয়োজিত এ আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর পুলিশ সুপার রাফিউল আলম।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন আরো বলেন শহীদ শেখ কামাল ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব।একজন সাংস্কৃতি ও ক্রিড়া সংগঠক শেখ কামাল তরুণ বয়সে জিবনের চরম ঝুঁকি নিয়ে রনাঙ্গণে যুদ্ধ করেছেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে তার অবদান ছিল অসামান্য। সাংস্কৃতিক ও ক্রিড়াঙ্গণে তার ছিল পদচারনা। তিনি সৃষ্টি করেছিলেন আবাহনী ক্লাব। তার বাজানো পিয়ানোর সুর বাড়িতে ঝংকার উঠতো।সে ছিল অত্যন্ত বিনয়ী ভদ্র। কথা বলতেন কম।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী দোদুল আরো বলেন, শোকের মাস আগষ্ট, একটা সংগ্রাম ও চেতনার মাস। ৭৫ সালে এই নির্মম হত্যাকান্ড না ঘটলে বাঙ্গালী জাতির জন্য শেখ কামাল বিরাট অবদান রাখতে পারতেন। বঙ্গবন্ধু বাঙ্গালী জাতীকে বিশ্বাস করতেন। ভালবাসতেন এদেশের প্রতিটি মানুষকে। তিনি কখনো বিশ্বাস করেননি যে, এই জাতী তাকে ও তার পরিবারকে হত্যা করবে।

এসময় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক (ডিডি) মৃধা মো: মুজাহিদুল ইসলাম, মেহেরপুর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক লিংকন বিশ্বাস, নাজমুল হুদা, আশরাফুজ্জামান ভূঁইয়া, মেহেরপুর জজ কোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) অ্যাডভোকেট পল্লব ভট্টচার্য, বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক প্রমুখ।

গাংনী শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের ৭৩তম জন্মবার্ষিকী পালিত

গাংনী উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ পুত্র, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের ৭৩তম জন্মবার্ষিকী পালিত হয়েছে।

দিবস পালন উপলক্ষে সকাল সাড়ে পৌণে ১১ টার সময় উপজেলা পরিষদ চত্তরের স্থাপিত শেখ কামালের প্রতিকৃতিতে পুস্পার্ঘ অর্পণ করা হয়।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এমএ খালেক, গাংনী থানার তদন্ত অফিসার মনোজিৎ কুমার নন্দী, সাবেক এমপি মকবুল হোসেন, বিশিষ্ট সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠক সিরাজুল ইসলাম, গাংনী পৌর সভার মেয়র আহম্মেদ আলী, গাংনী উপজেলা পরিষদের ভাইসচেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমীন ও মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকনের প্রতিনিধি মনিরুজ্জামান আতুসহ অন্যান্যরা। পুস্পার্ঘ প্রদান শেষে শেখ কামালের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোওয়া ও মোনাজাত করা হয়।

পরে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সম্মেলন কক্ষে শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের ৭৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম।

শহিদ শেখ কামালের ৭৩তম জন্মবার্ষিকী মেহেরপুরে নানা আয়োজন

আজ শুক্রবার(৫ আগস্ট)সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ পুত্র, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক এবং ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের ৭৩তম জন্মবার্ষিকী ।

১৯৪৯ সালের এই দিনে তিনি তদানীন্তন গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গীপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

ক্রীড়া সংগঠক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ কামাল ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের কালরাতে মাত্র ২৬ বছর বয়সে জাতির পিতার হত্যাকারী মানবতার ঘৃণ্য শত্রুদের নির্মম-নিষ্ঠুর বর্বরোচিত হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়ে শাহাদাত বরণ করেন।

এ উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন, বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ অঙ্গ সংগঠণ, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠণ ও সকাল সাড়ে ৯ টার সময় মেহেরপুর জেলা প্রশাসন চত্ত্বরে প্রতিষ্ঠিত শেখ কামালের প্রতিকৃতিতে জেলা প্রশাসক ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মেহেরপুর জেলা শাখার তরফ থেকে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি শ্রদ্ধা নিবেদন ও পুষ্পস্তবক অর্পণ করেছেন।

দিনটি উপলক্ষে জেলা প্রশাসন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগ ও তার সহযোগী সংগঠনগুলো বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

সকাল সাড়ে ৯ টায় মেহেরপুর জেলা প্রশাসন শহিদ শেখ কামালের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেছে জেলা প্রশাসক, পুলিশ বিভাগ,

আওয়ামী লীগ। সেখানে দোয়া মোনাজাত করা হয়। সকাল ১০ টার সময় তার জীবনি উপলক্ষে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে।

এছাড়া বিভিন্ন ক্রীড়া ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন যথাযথ মর্যাদায় দিবসটি পালন করতে নানাবিধ কর্মসূচি পালন করবে।

শহিদ শেখ কামাল বাংলাদেশ ছাত্রলীগের একজন নিবেদিত, সংগ্রামী, আদর্শবাদী কর্মী হিসেবে ’৬৯-র গণঅভ্যুত্থান ও ’৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে বীরোচিত ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক স্মৃতিবিজড়িত ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর সড়কের বাসভবন আক্রান্ত হওয়ার আগ মুহূর্তে বাড়ি থেকে বের হয়ে তিনি সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম ওয়ার কোর্সে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে মুক্তিবাহিনীতে কমিশন্ড লাভ করেন এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি এম এ জি ওসমানীর এডিসি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

স্বাধীনতার পর শেখ কামাল সেনাবাহিনী থেকে অব্যাহতি নিয়ে লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করেন। তিনি বাংলাদেশ ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সদস্য ছিলেন।

বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী তারুণ্যের দীপ্ত প্রতীক শহিদ শেখ কামাল শাহীন স্কুল থেকে মাধ্যমিক ও ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেন। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগ থেকে বিএ অনার্স পাস করেন।

শেখ কামাল বাংলাদেশের শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি অঙ্গনের অন্যতম উৎসমুখ ‘ছায়ানট’-এর সেতার বাদন বিভাগের ছাত্র ছিলেন। স্বাধীনতা উত্তর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠন ও পুনর্বাসন কর্মসূচির পাশাপাশি সমাজের পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর ভাগ্য উন্নয়নে সমাজ চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণে থিয়েটার আন্দোলনের ক্ষেত্রে তিনি প্রথমসারির সংগঠক ছিলেন। বন্ধু শিল্পীদের নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন ‘স্পন্দন শিল্পী গোষ্ঠী’।

শেখ কামাল ছিলেন ঢাকা থিয়েটারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। অভিনয় শিল্পী হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যাঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। শৈশব থেকে ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, বাস্কেটবলসহ বিভিন্ন খেলাধুলায় প্রচণ্ড উৎসাহ ছিল তার। তিনি উপমহাদেশের অন্যতম সেরা

ক্রীড়া সংগঠন, বাংলাদেশে আধুনিক ফুটবলের প্রবর্তক আবাহনী ক্রীড়াচক্রের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

শেখ কামাল দেশে নান্দনিক ফুটবল ও ক্রিকেটসহ অন্যান্য দেশীয় খেলার মানোন্নয়নে অক্লান্ত শ্রম দিয়ে অপরিসীম অবদান রেখেছিলেন। নতুন নতুন খেলোয়াড় সৃষ্টির লক্ষে প্রশিক্ষণ শিবির গড়ে তুলতেন এবং তাদের সঙ্গে নিয়মিত অনুশীলন করতেন। ১৯৭৫ সালের ১৪ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘ব্লু’ খেতাবপ্রাপ্ত দেশবরেণ্য অ্যাথলেট সুলতানা খুকুর সঙ্গে তার বিয়ে হয়।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শাহাদাত বরণের সময় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের এমএ শেষ পর্বের পরীক্ষার্থী ছিলেন এবং বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের অঙ্গ-সংগঠন জাতীয় ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন।